ফলাফল দলিলের মূল বিষয়গুলোর সার সংক্ষেপ

উন্নয়ন

- ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দাতা ও উন্নয়নশীল উভয় দেশের দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার।
- দারিদ্র্য নিরসনে ২০১০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৫০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২০০৬ সালের মধ্যে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অঙ্গীকার।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের প্রতি অবিলম্বে সমর্থন দানের বিষয়ে ঐকমত্য।
- উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষত: স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সুবিধা ও অন্যান্য পদক্ষেপ বাস্তবায়নসহ অর্থায়নের নতুন উৎসের সন্ধান।
- দানভিত্তিক অর্থায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা এবং ঋণের ভারে ন্যুব্জ রাষ্ট্রের সকল দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ মওকুফ।
- যে সব স্বল্প বা মধ্যম আয়ের দেশ ঋণের ভারে ন্যুব্জ রাষ্ট্রের মধ্যে পড়ে না কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ঋণের ভারে জর্জরিত তাদের ঋণও মওকুফের বা শর্তাদি সহজ করার ব্যবস্থা করা।
- বাণিজ্য উদারিকরণে ও দোহা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে ত্বরিত কাজ করার অঙ্গীকার।

সন্ত্রাসবাদ

- যে কোন স্থানে, যে কোন উদ্দেশ্যে, যে কোন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত সকল ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে সকল রাষ্ট্রই এই প্রথমবারের মত সুস্পষ্ট ও শর্তহীনভাবে নিন্দা জানায়।
- এক বছরের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি সমন্বিত চুক্তি সম্পাদনে শক্তিশালী রাজনৈতিক চাপের কথা বলা হয়েছে।
- পরমাণু সন্ত্রাসবাদ চুক্তির দ্রুত কার্যকর হবার জন্য সমর্থন প্রদান করা হয়। এটিসহ আরো ১২টি সন্ত্রাসবিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সকল রাষ্ট্রকে আহ্বান জানানো হয়।
- সন্ত্রাস দমনে এমন কৌশল নির্ধারণ করা যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করবে এবং সন্ত্রাসীদের দুর্বল করবে।

শান্তি রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি বিনির্মাণ

- একটি সাপোর্ট অফিস ও স্থায়ী তহবিলের মাধ্যমে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শান্তি নির্মাণে সহায়তা করার জন্য একটি শান্তিবিনির্মাণ কমিশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানের জন্য নতুন স্থায়ী পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি।
- মধ্যস্থতা ও শুভেচ্ছা দূতের কাজের জন্য মহাসচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে নির্মাণে সহায়তা করার জন্য একটি শান্তিবিনির্মাণ কমিশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত।

সুরক্ষার দায়িত্ব

- সকল রাষ্ট্রই জনগণকে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, জাতিগত নিধন এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ থেকে রক্ষা করার সমষ্টিগত আন্তর্জাতিক দায়িত্ব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছে।
- জাতীয় সরকার ব্যর্থ হলে অথবা শান্তিপূর্ণ উপায় অপর্যাপ্ত বলে পরিগণিত হলে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্যে সময়োচিত ও যথাযথ যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন

- জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থাকে শক্তিশালী করতে পদক্ষেপ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনাকে সমর্থন দান এবং হাইকমিশনের বাজেটকে দ্বিগুন করা।
- আগামী এক বছরের মধ্যে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠায় ঐকমত্য পোষণ।
- গণতন্ত্রকে সার্বজনীন মূল্যবোধ হিসেবে স্বীকৃতি এবং নতুন গণতন্ত্র তহবিলের প্রতি সমর্থন প্রদান। ইতিমধ্যেই ১৩টি রাষ্ট্র এ তহবিলে ৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
- শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য, নারী ও মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং এসকল সহিংসতার জন্য সাধারণ ক্ষমা বন্ধের মত নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণে অঙ্গীকার।
- শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদনের মধ্য দিয়ে দুর্নীতি বিরোধী চুক্তি কার্যকর।

ব্যবস্থাপনা সংস্কার

- জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ তদারকি ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, অন্যান্য সংস্থাগুলোতে নজরদারির ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা, একটি স্বাধীন তদারকি পরামর্শক কমিটি গঠন করা এবং একটি নতুন নৈতিকতা বিষয়ক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা।
- গুলো বাতিল করে নতুন ম্যান্ডেটগুলোকে স্থান করে দেয়া।
- বর্তমানে সময়ের চাহিদার সাথে খাপ খাওয়াতে বাজেট ও মানবসম্পদ সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা করা।

পরিবেশ

- জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকিসমূহকে স্বীকার করা এবং জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তির কাঠামোর অধীনে পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার।
- দ্রুত উন্নয়নশীল দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর মত অত্যন্ত বিপন্ন রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা করা।
- সকল ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বিশ্বব্যাপী পূর্বাভাসের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছানো।

পাঁচ বছরের বেশি পুরোনো সকল ম্যান্ডেটকে পর্যালোচনা করে অপ্রয়োজনীয়-

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সমস্যা

- প্রতিষেধক, সেবা, চিকিৎসা এবং সহায়তার মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস, যক্ষা ও ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন বিরাষ্ট্রীয় খাত হতে বাড়তি সম্পদ এ ক্ষেত্রে ব্যয় করা।
- ঐকমত্যে আসা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংক্রমণ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও নেটওয়ার্কের প্রতি সমর্থন প্রদান।

মানবিক সহায়তা

- বিপর্যয় ঘটলে ত্রাণ দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করতে জরুরি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন।
- কাঠামো হিসেবে অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যূত সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশনাগুলোকে অনুমোদন দান।

জাতিসংঘ সনদ হালনাগাদ করা

সনদ পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করার জন্য–

- ট্রাস্টি পরিষদ বাতিল এবং জাতিসংঘের ঐতিহাসিক উপনিবেশ বিরোধী ভূমিকার সমাপ্তি ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ সনদ সংস্কার ও হালনাগাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- শত্রু রাষ্ট্রের ন্যায় সেকেলে শব্দ মুছে ফেলা।